**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবগঠিত রিজিয়ন**

**এবং ইউনিট এর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা, রবিবার, ০৭ মাঘ ১৪১৯, ২০ জানুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সহকর্মীবৃন্দ,

বিজিবি মহাপরিচালক,

কর্মকর্তাবৃন্দ,

বিজিবি জোয়ানগণ।

আসসালামু আলাইকুম।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নবগঠিত রিজিয়ন এবং ইউনিট এর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পতাকা উত্তোলনের দুই বছরের মধ্যে নতুন চারটি রিজিয়ন এবং বর্ডার সিকিউিরিটি ব্যুরো, আইসিটি ব্যাটালিয়ন, ৪৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন এবং ৪৯ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আপনারা এক সুবিশাল ঐতিহ্যবাহী বাহিনীর গর্বিত সদস্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২১৮ বছরের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ বাহিনী আজ সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে তৎকালীন ইপিআর বেতারকর্মীরা এই পিলখানা থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই বাহিনীর অনেক সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অনেকে শহীদ হয়েছেন। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহে এ বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালকসহ যেসব অফিসার ও সদস্যগণ নিহত হয়েছেন আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিডিআর-এ এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা তখন দেশকে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের ন্যায় একটি কঠিন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়।

ঐ পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে মোকাবিলায় আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করি তা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ ঘটনার পরক্ষণেই যে বিষয়টি আমাকে সর্বপ্রথমে বিবেচনা করতে হয়েছিল, তা হচ্ছে সম্ভাব্য রক্তপাত পরিহার করা। ঐতিহ্যবাহী এই বাহিনীকে রক্ষা করা। আপনারা সকলে মিলে যে সহযোগিতা করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

শৃঙ্খলা বাহিনীতে এ ধরনের কার্যকলাপের কোন সুযোগ নেই। তাই সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বিদ্রোহের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিডিআর বিদ্রোহের অভিযোগে ৫৭টি ইউনিটের ৬ হাজার ৪১ জনের বিচার কাজ সুষ্ঠু এবং প্রভাবমুক্তভাবে শেষ হয়েছে। ৫ হাজার ৯২৬ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড হয়েছে।

হত্যাকান্ডসহ বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধের জন্য ৮৫০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার কাজ দেশের প্রচলিত আইনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অব্যাহত রয়েছে। বিচার কাজ দ্রুত শেষ হবে, ইনশাআল্লাহ।

দ্রুত বিচার কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা বাংলাদেশ রাইফেল‌্‌স অর্ডার ১৯৭২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

বিজিবি আইন-২০১২ তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে প্যারামিলিটারী বা আধা-সামরিক বাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় জুনিয়র কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে সম্মানিত সহকারি পরিচালক এবং উপ-পরিচালক পদে পদায়ন করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিজিবিকে অধিকতর কার্যকর করতে সরকার এই বাহিনীর সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করেছি।

আমরা নতুনভাবে ৪টি রিজিয়ন, ৪টি সেক্টর, ১১ টি ব্যাটালিয়ন এবং রিজিয়ন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো স্থাপনসহ জনবল বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এরফলে একদিকে বিজিবি সদস্যদের পদোন্নতি যেমন ত্বরান্বিত হবে, অন্যদিকে দায়িত্ব পালনও অনেক সহজ হবে।

এছাড়াও আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক রেশন ৬০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশে উন্নয়ন, অযোদ্ধা সদস্যদের সীমান্ত ভাতা প্রদান, প্রতিটি বিওপিতে ৪টি করে মোটর সাইকেল প্রদান, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১৮০টি বিওপিতে সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, ১৬৫টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন। চলতি বছর আরও ১৬৮টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে।

সীমান্ত এলাকায় আমরা ৯৩৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি। ধাপে ধাপে আমরা সম্পূর্ণ সীমান্ত এলাকায় সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করব।

বিজিবির সকল সদস্য যাতে সহজে চিকিৎসাসেবা পেতে পারেন, সেজন্য ইতোমধ্যেই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ৫০-শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও খাগড়াছড়ি, চুয়াডাঙ্গা এবং ঠাকুরগাঁও এ আরও তিনটি আধুনিক হাসপাতালের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সাশ্রয়ী ফি প্রদানের মাধমে বর্ডার গার্ড হাসপাতালে সদস্যদের মা-বাবার জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পানিবেষ্টিত এবং দুর্গম সুন্দরবন এলাকায় দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য বিজিবিতে প্রথম ভাসমান বিওপি নির্মাণর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মাসের মধ্যেই এগুলো চালু হবে। এছাড়াও ঐ এলাকায় আরও কয়েকটি ভাসমান বিওপি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, সামরিক প্রশিক্ষণ, শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে আপনাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ নুতন আঙিকে সাজানো হয়েছে।

বিজিবি গঠনের পর ইতোমধ্যেই প্রায় ১০ হাজার সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বিজিবি সদস্যদের পেনশন, টাইম স্কেল ও বেতন সমতা সংক্রান্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সীমান্তে বিশেষ করে মিয়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আপনারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শৃঙ্খলা বাহিনীতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা মেনে চলা প্রয়োজন। আমাদের সরকার উন্নতমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়েছে। আপনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা যাতে কোনভাবেই ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

আমাদের সরকারের জনবান্ধব কর্মসূচির ফলে বিগত চার বছরে দেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব মন্দা সত্বেও গত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি কমেছে। জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি।

মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৫০ মার্কিন ডলার। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। গত চার বছরে প্রায় ৮০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগে নামিয়ে এনে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের শান্তিপূর্ণ দেশে পরিণত করতে আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করছি।

আসুন, সবাই মিলে দেশটাকে গড়ে তুলি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি।

পরিশেষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।